রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, আগস্ট ২৫, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

যুব-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ১২ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৪.০০.০০০০.০০০.০৫১.২২.০০০১.২৫.২৮৭—গত ২২ জুন ২০২৫/০৮ আষাঢ় ১৪৩২ তারিখে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদ-বৈঠকে 'জাতীয় যুব উদ্যোক্তা উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৫' অনুমোদিত হয়েছে।

জাতীয় যুব উদ্যোক্তা উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৫

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে তরুণ ও যুব, যাদের বয়স ১৮-৩৫। দেশের জনসংখ্যার মধ্যমা বয়স ২৭.১ বছর, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বয়স ২৭ বছর বা তার কম। সে বিবেচনায় জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ একটি তরুণ-যুবদের দেশ। বাংলাদেশের এ বৃহৎ তরুণ ও যুব সমাজ অসম্ভবকে সম্ভব করতে এবং স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে সদা প্রস্তুত।

বাংলাদেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে অসীম মানসিক শক্তি ও সৃজনশীলতা, এবং সদা পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা, যা তাদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে ওঠতে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে রয়েছে পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত তৃষ্ণা। এ তরুণরা ২০২৪ সালের জুলাই মাসে একটি গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়ে একটি দীর্ঘ ফ্যাসিবাদী শাসনের পতন ঘটিয়েছে এবং একটি নতুন বাংলাদেশ গঠনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে।

মূল্য : টাকা ৮.০০

দেশে বিরাজমান সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে যুব সমাজের ক্ষমতায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনমিতিক সুবিধা লাভের জন্য বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে উদ্যোক্তা বাজার এবং শ্রম বাজারের প্রয়োজন অনুসারে তরুণদের বিশেষ দক্ষতা প্রদান করে সৃজনশীল এবং শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা হলে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক তরুণ ও যুব উদ্যোক্তা হয়ে উঠবে। তাদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে উৎসাহিত এবং সহায়তা করার জন্য সরকারি নীতিতে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। দক্ষ ও সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে শহর ও গ্রামাঞ্চলের যুবক-যুবতীদের উদ্যোক্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, অর্থ সহায়তা প্রদান, প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ২২ লক্ষ যুব শ্রম বাজারে প্রবেশ করে। কিন্তু সরকারি এবং বেসরকারি উভয় খাতে সম্মিলিতভাবে মাত্র ১২ লক্ষের কিছু বেশি কর্মসংস্থান প্রদান করা সম্ভব হয়। ফলে তরুণদের শুধু শ্রম বাজারে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। নীতি বিশ্লেষকদের মতে চাকরি সন্ধানের চেয়ে তরুণদের সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করা জরুরি। নতুন উদ্যোক্তা তৈরি আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার মূল চাবিকাঠি এবং সেইসাথে এটি ভবিষ্যৎ নিয়োগকর্তা ও চাকরি প্রার্থীদেরও সুযোগ তৈরি করার দ্বারকে উন্মোচিত করে।

উপযুক্ত শিক্ষা, কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে সময়োপযোগী কৌশল এবং উপযুক্ত বিনিয়োগের মাধ্যমে আমরা আমাদের বেকার যুবদের উদ্যোক্তায় রূপান্তরিত করতে পারি।

দেশের সকল জেলা জুড়ে লিঙ্গ নির্বিশেষে যুবদের প্রয়োজন-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আমরা একটি প্রজন্মকে চাকরিপ্রার্থী হওয়ার পরিবর্তে চাকরি-সৃষ্টিকারী হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারি। এই উদ্যোগটি শুধু যুবদের শহরে অভিগমণের ইচ্ছাকে প্রশমিত করতেই শুধু সাহায্য করবে না বরং গ্রামীণ ও শহরে অর্থনীতির মধ্যে মেলবন্ধন তৈরি করতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখবে।

এই প্রেক্ষাপটে 'জাতীয় যুব উদ্যোক্তা উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৫' প্রণয়ন করা হচ্ছে, যার লক্ষ্য হলো প্রত্যাশী যুব উদ্যোক্তাদের চিহ্নিত করা এবং তাদের ব্যবসা শুরু এবং প্রসারের জন্য প্রশিক্ষণ, অর্থায়ন, পরামর্শ সহায়তা (counselling support)-সহ সমন্বিত সহায়তা প্রদান করা।

২. সংজ্ঞা

ক) যুব উদ্যোক্তা বলতে ১৮ হতে ৩৫ বছর বয়সী যুবদের বোঝাবে।

খ) যুব বলতে লিঙ্গ নির্বিশেষে নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গ সকলকে বোঝাবে।

৩. লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

৩.১ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত অগ্রগতির মূল চালক ও পরিবর্তনের ধারক (change agent) হিসেবে তারুণ্যের শক্তিকে ক্ষমতায়িত করা;

৩.২ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সৃজনশীল ও উদ্যমী যুবদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত ও নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন ও সামাজিক উন্নয়নে যুবদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা;

৩.৩ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনের উপায় হিসেবে সফল উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা করা,

৩.৪ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে তরুণ উদ্যোক্তাদের অসাধারণ অবদানকে স্বীকৃতি দেয়া। একইসাথে জাতি গঠনে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে তাদের সম্পৃক্ততাকে উৎসাহিত করা;

৩.৫ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে যুব উদ্যোক্তাদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মীয় ও পেশাগত মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা এবং তাদেরকে সমাজে সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে জনকল্যাণে অবদান রাখতে প্রস্তুত করা;

৩.৬ যারা উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ খুঁজছে বা চাকরি হারিয়েছে বা বর্তমানে বেকার বা বিদেশ ফেরত বেকার (returned migrant workers) কিংবা ভবিষ্যত কর্মসংস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত নন এমন সম্ভাবনাময় যুবদের নির্দিষ্ট সহায়তা প্রদান করা এবং সেইসাথে বিশেষ সহায়তা সম্পন্ন ব্যক্তি, সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী" (Small ethnic groups), এবং বেকার যুবদের আত্ম-কর্মসংস্থানের পথকে সহজতর করা;

৩.৭ যুব নারীদের মধ্যে যারা বেকার কিংবা গৃহিণী এবং তাদের মধ্যে যারা নিজস্ব উদ্যোগ শুরু করতে চাইছেন তাদেরকে সহায়তা করা;

৩.৮ ফ্রিল্যান্সার, স্বতন্ত্র বা একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ কার্যক্রম চালু করা যাতে তারা নতুন নতুন ব্যবসা পেতে পারে, বিশেষ করে বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে, এবং তাদের সাথে অংশীদারিত্ব বা যৌথ-উদ্যোগে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে পারে;

৩.৯ যুব উদ্যোক্তাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করতে এবং বৈশ্বিক শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে তাদের দক্ষতার সমন্বয় করতে বিশ্বব্যাপী চাহিদা রয়েছে এমন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৩.১০ যুব উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা, প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রগামী এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখে এমন পণ্য তৈরি করতে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সৃষ্টিশীলতার প্রচার করা; এবং

৩.১১ বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে সঙ্গতি রেখে যুবদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে টেকসই ও সহনীয় (sustainable and resilience) সমাধানের উপায় বের করা।

৪. বাস্তবায়ন কৌশল

যুব উদ্যোক্তা তৈরি করতে এবং তাদের সহায়তার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া হবে:

৪.১ আওতা নির্ধারণ

যুব উদ্যোক্তা বলতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত হবেন:

ক) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে যে কোন ট্রেডে প্রশিক্ষণ শেষে উদ্যোগ শুরু করেছেন এবং আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন এমন যুব;

খ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ব্যতীত অন্যান্য সরকারি বা বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা-সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং আত্ম-কর্মসংস্থান তৈরি করেছেন এমন যুব;

গ) কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই স্বাধীনভাবে উদ্যোগ শুরু করেছেন এবং আত্ম-কর্মসংস্থান তৈরি করেছেন এমন যুব;

ঘ) প্রবাসী বাংলাদেশী এবং ওয়েজ আর্নার্সদের মধ্যে যারা বাংলাদেশে আংশিক কিংবা যৌথ মালিকানাধীন ব্যবসায়িক অংশীদার হিসাবে বিনিয়োগ করতে চান এমন যুব।

৪.২ যুব উদ্যোক্তা গবেষণা ও পরিবীক্ষণ কেন্দ্র:

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি যুব উদ্যোক্তা গবেষণা ও পরিবীক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এই কেন্দ্রটি নিম্নলিখিত বিষয়ে কাজ করবে:

- স্কীল ম্যাপিং (skill mapping) করা;
- সারা দেশে যুব উদ্যোক্তাদের দক্ষতার ধরন চিহ্নিত করা;
- সব বয়সের যুব উদ্যোক্তাদের সাথে সমন্বয় করা;
- দেশের যুব উদ্যোক্তাদের সুবিধা, চ্যালেঞ্জ, এবং বহুমুখী সমস্যা নিয়ে নিরন্তর গবেষণা পরিচালনা করা এবং গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রকাশনা তৈরি করা;
- সফল দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের সাফল্য গাঁথা বিশ্লেষণ করা এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর প্রয়োগ করা;
- যুব উদ্ভাবকদের উদ্ভাবন পরবর্তী উদ্যোক্তা হওয়ার বিষয়ে বিদ্যমান সুবিধা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয় বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা এবং তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা।
- যুব উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা; এবং
- যুব উদ্যোক্তাদের কাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব পরিমাপ করা, যেমন: সৃষ্ট কর্মসংস্থানের সংখ্যা, মোট আয়ের পরিমাণ ইত্যাদি।

৪.৩ উদ্যোক্তা মেলা আয়োজন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বার্ষিক উদ্যোক্তা মেলা আয়োজন করবে। সেলক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে:

- যুব উদ্যোক্তাদের তৈরি পণ্য বিক্রয়ের জন্য 'যুব শপ' স্থাপন;
- বিভিন্ন স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন করা;
- এসব মেলায় যুব উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৪.৪ বাজার অনুসন্ধান ও ব্যবস্থাপনা

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তরুণ উদ্যোক্তাদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য এবং সেবাসমূহের জন্য ক্রমাগত দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধান করবে। বাজারে প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ সৃষ্টির করতে আন্তর্জাতিক ক্রেতা এবং আমদানিকারকদের বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানাবে বা বাংলাদেশে এবং বিদেশে ম্যাচ-মেকিং ইভেন্টের আয়োজন করবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

তরুণ উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি দাপ্তরিক প্রয়োজনে ক্রয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৪.৫ উদ্যোক্তাদের পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা

(ক) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক একটি স্বতন্ত্র সামাজিক ব্যবসা হিসেবে ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করে সহজ শর্তে এবং স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তিতে উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা হবে। অধিকন্তু, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট ফান্ড ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তা করা হবে। বিভিন্ন ঋণ সহায়তা উদ্যোগের ধরন বিবেচনায় ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হবে। উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হবে। তহবিল প্রাপ্তির বিষয়ে জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল (NHRDF)-এর সাথে উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যুব উদ্যোক্তাদের প্রদেয় ঋণ আদায়ের বিষয়ে একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হবে।

(খ) যুব উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য স্টার্ট-আপ মূলধনের ব্যবস্থা করার জন্য সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা হবে।

(গ) যুব উদ্যোক্তাদের জন্য মূলধন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থা করা হবে।

(ঘ) যুব উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় বিনিয়োগের সুবিধার্থে, দেশের বর্তমান আইনগুলি পর্যালোচনা করা হবে এবং ইক্যুইটি বিনিয়োগ, ঋণ এবং মিনি-জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রকল্পের সুবিধার্থে নতুন আইন প্রণয়ন করতে পারবে। উদ্যোক্তা ব্যবস্থাপনার উপর প্রভাব/সম্পর্ক রয়েছে এমন আইন ও নিয়ন্ত্রণকারী বিধি-বিধান নির্দিষ্ট সময়ান্তে পর্যালোচনা করা এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের সাথে তাল মিলিয়ে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রস্তাব আনয়ন করা হবে।

৪.৬ কর রেয়াত বা অব্যাহতি

যুব উদ্যোক্তাদের পণ্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল বা অন্যান্য পণ্য আমদানির প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর ও শুল্ক অব্যাহতি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। তাদের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানিতেও একই ধরনের সহায়তা দেয়া হবে। যুব উদ্যোক্তাদের আয়ের উপর কর রেয়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.৭ প্রশিক্ষণ এবং বুট ক্যাম্প

আগ্রহী সম্ভাবনাময় যুব উদ্যোক্তাদের তহবিল সংগ্রহ, বিপণন এবং ব্র্যান্ডিং, জনসংযোগ, ব্যবসায়িক আইন, অর্থ ও হিসাবরক্ষণ বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। উপরন্তু, উদ্যোক্তাদের প্রস্তুত করতে জেলাভিত্তিক বুট ক্যাম্পের আয়োজন করা হবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স, ডিজিটাল স্কিল, ই-কমার্স, ফিনান্সিয়াল লিটারেসি ও ইন্ডাস্ট্রিভিত্তিক উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়াও, নেতৃত্ব, মানসিক সক্ষমতা, আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য যোগাযোগ বিষয়েও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। উদ্যোক্তাদের ট্যাক্স ও ভ্যাট সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

৪.৮ উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন

আগ্রহী যুবদের উদ্যোক্তা হিসেবে রূপান্তর করতে তাদের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে উপযুক্ত দক্ষ ব্যক্তিদের দিয়ে যুব উদ্যোক্তাদের চাহিদাভিত্তিক পরামর্শ প্রদান করা হবে যাতে তারা তাদের ব্যবসা সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে। দক্ষতা উন্নয়নের সাথে যুব উদ্যোক্তাদের কোনো প্রতিষ্ঠিত উদ্যোগের সাথে ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করা হবে। উদ্যোক্তাদের সামগ্রিক সক্ষমতা তৈরিতে প্রয়োজনে বিদেশি উন্নয়ন সহযোগীদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা নেয়া হবে। যুব উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ শুরু করার ক্ষেত্রে নিয়মিত পরামর্শ গ্রহণের জন্য একটি মেন্টর পুল গঠন করা হবে যাতে জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং প্রবাসী বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৪.৯ উদ্যোক্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পের মধ্যে সংযোগ স্থাপন

সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যমান গবেষণা কার্যক্রমের পাঠ্যসূচিতে উদ্যোক্তা উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। উদ্যোক্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকেও উৎসাহিত করা হবে।

৪.১০ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং নেটওয়ার্ক

প্রচলিত প্রযুক্তি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সারাদেশের সকল উদ্যোক্তাদের একটি একক প্ল্যাটফর্মে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই প্ল্যাটফর্মটিতে সফল স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক উদ্যোক্তা, পেশাদার এবং বেসরকারি খাত এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে যাতে তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে।

৪.১১ উদ্বুদ্ধকরণ

উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধ করতে এবং তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যুব উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রবর্তন করা হবে। সফল উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগকারীদের প্রতি বছর জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উদ্যোক্তা সমাবেশ আয়োজনের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

৪.১২ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

(ক) জাতীয় পর্যায়ে এই নীতিমালার বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর (ক্ষেত্রমতে) সভাপতিত্বে একটি 'জাতীয় কাউন্সিল' গঠন করা হবে;

(খ) এই নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হবে;

(গ) যুব উদ্যোক্তা সৃজন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে একটি জেলা যুব উদ্যোক্তা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে। কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক;

(ঘ) উপজেলা পর্যায়ে যুব উদ্যোক্তা সৃষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে একটি উপজেলা যুব উদ্যোক্তা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে। কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা;

এসকল কমিটিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক যুব উদ্যোক্তাগণকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৪.১৩ তদারকি ও রিপোর্টিং

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের স্থানীয় কার্যালয়গুলো যুব উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করবে এবং উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে এবং এ উদ্দেশ্যে একটি রিপোর্টিং সিস্টেম স্থাপন করা হবে।

৪.১৪ অন্যান্য সুবিধা

- প্রাথমিক ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তিতে যুব উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করা হবে এবং বাণিজ্যিক কার্যালয়ের ব্যবস্থা করা হবে।
- উদ্যোক্তাদের সমন্বিত সহায়তা প্রদান করতে একটি উদ্যোক্তা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
- অনলাইন উদ্যোক্তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট আলাদা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোক্তা উন্নয়নের কার্যক্রমের সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। কৃষিখাতে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোক্তা তৈরি করতে আগ্রহীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।
- কেন্দ্রীয়ভাবে যুব উদ্যোক্তাদের তৈরি পণ্যের ডিসপ্লে ও বিক্রয় কেন্দ্র চালু করা হবে। বিদেশ-ফেরত এবং স্কুল ড্রপ-আউট যুবক-যুবতীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- যুব উদ্যোক্তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ও কল্যাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫। উদ্যোক্তা হওয়ার মানদণ্ড

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান/অফিস/সংস্থা থেকে দক্ষতা বৃদ্ধি বা উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং মূলধন সহায়তা পাওয়ার পর নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পূর্ণ করে এবং তাদের উদ্যোগ/প্রকল্পের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রদান করা হলে তাদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে এবং পরিচিতিমূলক আইডি কার্ড প্রদান করা হবে:

(ক) ট্রেড লাইসেন্স;

(খ) টিআইএন (ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর);

(গ) বিআইএন (বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর);

(ঘ) ন্যূনতম ২ জন কর্মী;

(ঙ) হিসাব এবং ব্যালেন্স শীট রক্ষণাবেক্ষণ;

(চ) ন্যূনতম বার্ষিক মোট বিক্রয় (turnover)-এর পরিমাণ ৬,০০,০০০ টাকা; এবং

(ছ) বার্ষিক ব্যাংক হিসাব বিবরণী।

৬। কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সরাসরি এই নীতিমালা বাস্তবায়ন করবে এবং বিস্তারিত স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি তথা সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এই নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবে। এই নীতিমালায় কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ নেবে।

এই নীতির আগে এবং এই নীতি গৃহীত হওয়ার পরে স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সমস্ত যুব উদ্যোগকে এই নীতির অধীনে তৈরি করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে। তারা নীতিতে বর্ণিত সমস্ত সহায়তা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুব-উল-আলম
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd